বর্ষ ৪ | সংখ্যা ১২ | ফাল্গুন ১৪২৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে সকল বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যানদের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে হাসপাতালে রাউন্ড দেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের চলমান পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

‘আসুন ক্যান্সার সেবায় বৈষম্য দূর করি’ প্রতিপাদ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ২০২২ উদযাপিত

ক্যান্সার মোকাবিলায় মাল্টিডিসিপ্লিনারি এ্যাপ্রোচ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ

ক্যান্সার যাতে না হয় সেজন্য মানুষকে আরো সচেতন হতে হবে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

‘আসুন ক্যান্সার সেবায় বৈষম্য দূর করি’ প্রতিপাদ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখ সকাল ৯টায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বি ব্লকের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত র‍্যালি বের হয়। এসব আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ক্যান্সার যাতে না হয় সেজন্য মানুষকে সচেতন হতে হবে, মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়ামের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ধুমপান পরিহার করতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে, তবে রোগীদের সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি করা হবে। প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি, উন্নত প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করাসহ বিশ্বের সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবার সকল অগ্রগতিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা সেবার সাথে সংযোজন করা হবে।

অন্য বক্তারা বলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসা এককভাবে করা যায় না। উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে মাল্টিডিসিপ্লিনারি এ্যাপ্রোচ বাস্তবায়ন করতে হবে। দিন দিন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য এখন থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্যান্সার মোকাবিলা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসনে, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসনে, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল বারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে কল্যাণময়ী বিদ্যাদেবীর বন্দনায় অঞ্জলি প্রদানসহ

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা ২০২২ উদযাপিত

আজ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখ শনিবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক ও বি ব্লকের মধ্যবর্তী স্থল বটতলায় বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবীকে বন্দনায় শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা ২০২২ উদযাপিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এই দেশ তাদের যারা এ দেশকে ভালোবাসে। সুতরাং কে কোন ধর্মের তা বিবেচ্য বিষয় নয়। এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন থাকবে ততদিন আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখবো। সবাই মিলে আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। এসময় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ইউজিসির প্রফেসর অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, ল্যাবরেটরী মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল, নিওনেটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু প্রমুখসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিল অঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ; কর্মচারীদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত সোমবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শহীদ ডা. মিল্টন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৮৫ তম সিন্ডিকেট এর সভায় এ বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম সুষ্ঠু সুন্দরভাবে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিপুল সংখ্যক কর্মচারীকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আর এ নিয়োগ প্রাপ্ত তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর সকল কর্মচারী মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর স্যারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জনান ও আনন্দ মিছিল করেন এবং মিষ্ঠি মুখ করান। এ নিয়োগের পর অনেক কর্মচারী খুশিতে কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। অনেকে দৈনিক মজুরী ভিত্তিকভাবে প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর চাকুরী করছেন। কিন্তু কোনো ভিসিই তাদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দিয়ে যেতে পারেননি। আর এত বিপুল সংখ্যক নিয়োগ একবারে হবে তা কেউই কল্পনা করতে পারেননি। এত বছর পর অস্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়ায় তাদের এই বাঁধভাঙ্গা খুশি। নিয়োগপ্রাপ্ত সকলে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর স্যারের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

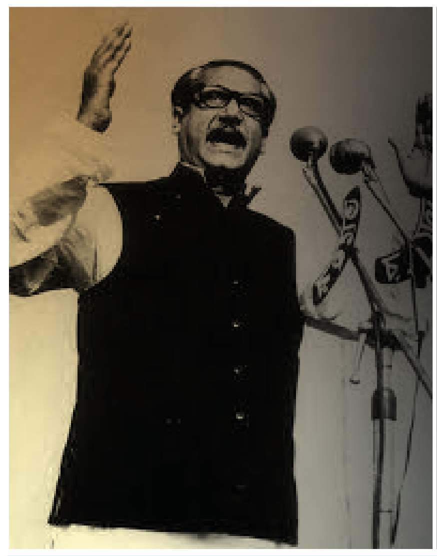

“অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনদিন একসাথে হয়ে দেশের কাজে নামতে নেই, তাতে দেশ সেবার চেয়ে দেশের সর্বনাশই বেশি হয়।”

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আরো আগেই একটি উন্নত দেশে পরিনত হত।”

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গতকাল সন্ধ্যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। প্রধান আলোচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, সভাপতিত্ব করেন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পূজা উদযাপন পরিষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে হাসপাতালে বিভিন্ন ব্লকে রাউন্ড দেন ও সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল পরিদর্শন করেন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খুঁজখবর নেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের চলমান পরীক্ষা কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

রেকর্ড রুম ডিজিটালাইজড করার নির্দেশ দিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের রেকর্ড রুমটি অবিলম্বে ডিজিটালাইজড করার নির্দেশ দিয়েছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। যুগের পর যুগ ধরে এই রেকর্ড রুমটি সংস্কার ও আধুনিকায়নের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আজ মঙ্গলবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে এ ব্লকে রাউন্ড দেওয়ার সময় রেকর্ড রুম পরিদর্শন করে মাননীয় উপাচার্য এই নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া মাননীয় উপাচার্য মহোদয় এ ব্লকের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও মাননীয় উপাচার্য মহোদয় শহীদ ডা. মিলন হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের চলমান পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং করোনা মহামারীর মধ্যেও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া যায় সেই নির্দেশনা দেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ৭০০ শয্যাবিশিষ্ট সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আগামীকাল বুধবার উক্ত হাসপাতালের সামগ্রিক কার্যক্রমের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন বলে জানান।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভিন্ন পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম সুষ্ঠু সুন্দরভাবে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এই নিয়োগ প্রদান করেন। এজন্য কর্মচারীবৃন্দ মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর স্যারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জনান ও আনন্দ মিছিল করেন এবং মিষ্টি মুখ করান। এই নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ মঙ্গলবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে এ ব্লকে রাউন্ড দেন এবং শহীদ ডা. মিলন হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের চলমান পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
নির্মাণাধীন সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্যক্রম
চলতি বছরের মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করার জোরালো নির্দেশ দিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় নির্মাণাধীন ৭০০ শয্যা বিশিষ্ট দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্যক্রম চলতি বছরের মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করার জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালটি চালু হলে রোগীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা অনেক কমে যাবে। এর মাধ্যমে দেশের চিকিৎসাসেবা খাত অনেক দূর এগিয়ে যাবে। দেশের চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি মেডিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণায় নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হবে। আজ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল সামনে পরিদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের স্ট্রাকচারাল কার্যক্রম, আর্কিটেকচারাল ও সিভিল ওয়ার্ক, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল কার্যক্রম, হসপিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআইএস) সহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহসহ যাবতীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ জুলফিকার রহমান খান, পরিচালক (বিএসএমএমইউ হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, উপ-পরিচালক সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আজ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি)তে অনুষ্ঠিত স্লিপ এ্যাপনিয়া ডিজিস এর উপর অনুষ্ঠিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
কোভিড-১৯-এর ৯৩৭টি জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ
বাংলাদেশে বর্তমানে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের ৮৮ শতাংশই (ওপিডি) ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা আক্রান্ত ভর্তিকৃত রোগীদের ৬৫ শতাংশ ওমিক্রন এবং ৩৫ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত ওপিডি ও ভর্তিকৃত রোগীদের ৮২ শতাংশ ওমিক্রনে আক্রান্ত বর্তমানে ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্ট BA.1, BA.1.1, BA.2 এই ৩টি ধরণ পাওয়া গেছে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোভিড-১৯-এর সর্বমোট ৯৩৭টি জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ জানুয়ারী ২০২২ তারিখ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখ পর্যন্ত স্যাম্পলের সংখ্যা ১৬৮টি। ১৬৮টি স্যাম্পলের মধ্যে ওপিডির স্যাম্পলের সংখ্যা ১২০টি এবং ভর্তিকৃত রোগীদের স্যাম্পল সংখ্যা ৪৮টি। ওপিডির স্যাম্পলের জেনোম সিকোয়েন্সিং করে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের ৮৮ শতাংশ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এবং ১২ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। অন্যদিকে বর্তমানে ভর্তিকৃত রোগীদের ৬৫ শতাংশ ওমিক্রন এবং ৩৫ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া গেছে। ওপিডি ও ভর্তিকৃত রোগীদের ৮২ শতাংশ ওমিক্রনে আক্রান্ত। বর্তমানে ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্ট BA.1, BA.1.1, BA.2 এই ৩টি ধরণ পাওয়া গেছে এবং BA.2 বেশি সংক্রামক। আজ ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর জেনোম সিকোয়েন্সিং রিসার্চ প্রজেক্ট-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক (সুপারভাইজার)-মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এই তথ্য জানান। উল্লেখ্য, গত ৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে গত ৮ জানুয়ারী ২০২২ইং পর্যন্ত সংগৃহীত স্যাম্পলের ২০ শতাংশ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এবং ৮০ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছিল।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রত্যেক করোনা ভাইরাস ভ্যারিয়েন্ট বিপদজনক এবং তা মারাত্মক অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও কারণও হতে পারে। পাশাপাশি ভাইরাসের নিয়মিত মিউটেশনের আমাদের প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে। তাই করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে ও টিকা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট-এর চেয়ে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট-এ অনেক বেশি সংক্রামক। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট জেনোমের ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট এর চেয়ে বেশি মিউটেশন পাওয়া গেছে, যার বেশির ভাগ ভাইরাসটির স্পাইক প্রোটিনে হয়েছে। এই স্পাইক প্রোটিন-এর উপর ভিত্তি করে বেশির ভাগ ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় থাকে। স্পাইক প্রোটিন-এর গঠনগত বদলের জন্যই প্রচলিত ভ্যাকসিনেশনের পরেও ওমিক্রন সংক্রমনের সম্ভাবনা থেকে যায়।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো জানান, কোভিড-১৯ এর জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার উদ্দেশ্য SARS-CoV-2-এর জেনোমের গঠন উন্মোচন ও পরিবর্তনের ধরণ এবং বৈশ্বিক কোভিড-১৯ ভাইরাসের জেনোমের সাথে এর আন্তঃসম্পর্ক বের করা, ভাইরাসের বিবর্তনীয় সম্পর্ক, রোগের উপসর্গ, রোগের প্রখরতা, তুলনামূলক হাসপাতাল অবস্থানের মেয়াদকাল এবং বাংলাদেশী কোভিড-১৯ জেনোম ডাটাবেস তৈরি করা। আন্তর্জাতিক সিকোয়েন্সিং ডাটাবেজ জিন ব্যাঙ্ক এ বিএসএমএমইউ-এর ৯৩৭টি ভাইরাল জেনোম জমা দেওয়া হয়েছে। জেনোমিক ডাটাবেজ বিএসএমএমইউ-এর এই গবেষণার ফলাফল ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক অবদানের একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, প্রধান গবেষক অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান ও জেনেটিক্স এন্ড মলিকিউলার বায়োলজি বিষয়ক অধ্যাপক প্রধান গবেষক ডা. লায়লা আনজুমান বানু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান গবেষক ডা. লায়লা আনজুমান বানু জানান, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এখন বাংলাদেশের কোভিড-১৯ সংক্রমনের প্রধান উৎস যেটি কিছুদিন পূর্বে ডেলটা ছিলো। ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর দুই ডোজ ভ্যাকসিন দেয়া ছিলো। এতে এটা প্রমাণ করে যে, ভ্যারিয়েন্ট নয় টিকা নেওয়ার জন্য রোগের প্রখরতা কম হয়েছে। তৃতীয়বারের মত আক্রান্ত হয়েছে এরকম রোগীরও ওমিক্রন পাওয়া গেছে। হাসপাতালে ভর্তিরোগী জিনোম সিকোয়েন্স করে ৬৫% রোগীতে ওমিক্রন এবং ৩৫% রোগীতে ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। মৃদু উপসর্গের কারণে ওমিক্রন রোগীদের থেকে দ্রুত সংক্রমন প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এ ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট থেকে কম মাথাব্যাথা এবং সর্দির মত উপসর্গ হয়। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে ভর্তির সম্ভাবনা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট থেকে কম। এই গবেষণা জেনোমিক ডাটাবেজ থেকে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে সম্ভবনা সৃষ্টি করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ২৯ জুন ২০২১ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২২ইং পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত সারা দেশব্যাপী রোগীদের উপর এই গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় বাংলাদেশের সকল বিভাগের রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পলিং করা হয়েছে। গবেষণায় মোট ৯৩৭ কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর ন্যাযোফ্যারিনজিয়াল সোয়াব স্যাম্পল থেকে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের জেনোম সিকোয়েন্সিং করা হয় এবং জেনোম সিকোয়েন্সিং-এর সাথে রোগীর তথ্য উপাত্তের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়।

বিএসএমএমইউ-এর গবেষণায় ৯ মাস থেকে শুরু করে ৯০ বছরের বয়স পর্যন্ত রোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে বর্তমানে ৩০ থেকে ৫৯ বছর বয়সের রোগীদের সংখ্যা বেশি। শিশুদের মধ্যেও কোভিড সংক্রমন পাওয়া গেছে। পুরুষ ও নারীদের আক্রান্তের হার প্রায় সমান সংখ্যক ৪৯% পুরুষ ৫১% নারী। কোভিড আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাদের কো-মরবিডিটি রয়েছে, যেমন- ক্যান্সার, উচ্চরক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস তাদের রোগের প্রকটতা বেশি।

কোভিড-১৯-এর জেনোম সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ গবেষণায় জুলাই ২০২১ এ দেখা যায় যে, মোট সংক্রমনের প্রায় ৯৮ শতাংশ ছিল ইন্ডিয়ান বা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট। ১ শতাংশ হয়েছিল সাউথ আফ্রিকান বা বেটা ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা সংক্রমন, ১ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম মরিসাস ভ্যারিয়েন্ট বা নাইজেরিয়ান ভ্যারিয়েন্ট। আগস্ট ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১-এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জিনোম সিকোয়েন্স এ প্রাপ্ত ডাটা অনুযায়ী ৯৯.৩১% ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট, একটি করে ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন - আলফা বা ইউকে ভ্যারিয়েন্ট এবং বেটা বা সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট এবং অন্য একটি স্যাম্পল এ সনাক্ত হয় ২০ই ভ্যারিয়েন্ট - যা SARS-COV-2-এর একটি ভ্যারিয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট। আমাদের গবেষণায় প্রধাণত ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট এর মধ্যে ডেলটার ৮ টি সাব-ভ্যারিয়েন্ট পর্যবেক্ষিত হয়েছে। সেগুলো হলো- AY.122, AY.122.1, AY.131, AY.26, AY.29, AY.30, AY.39, AY.4।

৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২২ এ পর্যন্ত সংগৃহীত স্যাম্পলের ২০ শতাংশই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ছিল। এ সময় ওমিক্রনের মাত্র একটি সাব-ভ্যারিয়েন্ট BA.1 পেয়েছিলাম এবং ৮০ শতাংশ ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়। সেসময়ে আমরা পরবর্তী মাসে এই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট গুণিতক হারে বৃদ্ধির আশংকা ব্যক্ত করেছিলাম।

৯ জানুয়ারী ২০২২ তারিখ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ভর্তি রোগী এবং বর্হিবিভাগ রোগীর মধ্যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ৮২ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট পেয়েছি। এই সময়ে ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্ট BA.1, BA.1.1, BA.2 (৩টি ধরণ) পরিলক্ষিত হয়েছে এবং WHO-এর মতে BA.2 বেশি সংক্রামক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
ঘূর্ণিরোগ নামে পরিচিত ভার্টিগো সমস্যা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে আজ রবিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল সেমিনার সাব-কমিটির উদ্যোগে ভার্টিগো সমস্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্টিগো হলো মাথাঘোরা, ভারসাম্য হারানো, মাথাঘুরে পড়ে যাওয়ার সংবেদন যা কোনো গুরুতর অন্তর্নিহিত রোগ-ব্যাধির সাথে যুক্ত থাকতে পারে। এটা ভারসাম্য, দৃষ্টির সংবেদনশীল ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। এটি ঘূর্ণিরোগ নামেও পরিচিত। গুরুত্বপূর্ণ এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সেন্ট্রাল অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সেমিনারে 'পেরিফেরাল ভার্টিগো এন্ড ডা. এএইচএম জহুরুল হক সাচ্চু, উয়িথ সেন্ট্রাল ভার্টিগো' বিষয়ে শহীদুল্লাহ সবুজ এবং 'এনাটমিক্যাল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহযোগী সেমিনারে সম্মানিত উপ-উপাচার্য মোশাররফ হোসেন, রেজিস্ট্রার প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপস্থিত

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম

সেমিনার সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইটস ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে অধ্যাপক 'এ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট অফ ভার্টিগো সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ অ্যাসপেক্ট অফ ভার্টিগো ' বিষয় নিয়ে অধ্যাপক ডা. লতিফা নিশাত। (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, ছিলেন।

মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু বর্তমান প্রশাসন গবেষণা, মেডিক্যাল জোরদার করেছে। এই ধরণের সেমিনার রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে রোগ নিরাময়সহ চিকিৎসা বিষয়ক নিত্য নতুন জ্ঞানের ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ এবং মানুষকে আরো বেশি সচেতন করে তুলবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও গবেষণাকে কিভাবে আরো সমৃদ্ধ করা যায় এবং রোগীদের সুবিধার্থে ও শিক্ষা কার্যক্রমে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে বেশিক্ষণ ধরে মুখর রাখা যায় সে বিষয়ে মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন-এর
৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শীত বস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, কবর জিয়ারত, পবিত্র কোরান খতম, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব, স্বাচিপের অত্র বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, চর্ম ও যৌন ব্যাধি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন-এর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সোমবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বাদ যোহর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে হয় এবং ডি ব্লকের সামনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাকারিয়া স্বপন আয়োজনে সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমপি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ ওদিকে জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি সংসদ এর ২০২১ইং তারিখে ময়মনসিংহের ত্রিশালের

হয়েছে। এর আগে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে গরীব-দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতি সংসদ এর যৌথ উদ্যোগে এই মহতী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত রহমান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোগে আজ সোমবার ১৪ ফেব্রুয়ারি মঠবাড়িতে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনায় কবর জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, পবিত্র কোরান খতম ও দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি সংসদ এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের ফলজ, বনজ ও ফুলের চাড়া রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) পদে দায়িত্ব পালনকালেই সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দেন অসম্ভব সাহসী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, গুণী সংগঠক ও চিকিৎসক, শিক্ষক এবং আসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারের হাতে তাঁর কার্যালয়ে আজ রবিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে প্রকৌশলী মোঃ এরশাদুল হক রচিত 'অগ্নিবীণা-গীতাঞ্জলি মুখোমুখি' গ্রন্থটি তুলে দেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী । ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

ক্যাপশন ???

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব, স্বাচিপের অত্র বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, চর্ম ও যৌন ব্যাধি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন-এর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সোমবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বাদ যোহর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে গরীব-দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং ডি ব্লকের সামনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি সংসদ এর যৌথ উদ্যোগে এই মহতী আয়োজনে সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওদিকে জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি সংসদ এর উদ্যোগে আজ সোমবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ইং তারিখে ময়মনসিংহের ত্রিশালের মঠবাড়িতে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনায় কবর জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, পবিত্র কোরান খতম ও দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি সংসদ এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের ফলজ, বনজ ও ফুলের চাড়া রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) পদে দায়িত্ব পালনকালেই সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দেন অসম্ভব সাহসী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, গুণী সংগঠক ও চিকিৎসক, শিক্ষক এবং আসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন। শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান বলেন, চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সারে আক্রান্ত অধিকাংশ শিশুই এই মরণব্যধি রোগ থেকে নিরাময় লাভ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি উন্নত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস ২০২২ উদযাপিত
ক্যান্সারে আক্রান্ত ২০০০ রোগী সুস্থ হয়েছে
জনসচেতনা বৃদ্ধি ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্যান্সার থেকে মিলবে মুক্তি : মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্যান্সার থেকে মিলবে মুক্তি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুসহ সকল বয়সের রোগীদের জন্য ক্যান্সারের আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগ থেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত ২০০০ শিশু চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন। শিশু ক্যান্সারে আক্রান্তদের জন্য গত বছর এই বিভাগে শেখ রাসেল শিশু গ্যালারির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিশু ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ তৈরি করা হচ্ছে। যাতে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের মাধ্যমে দেশব্যাপী চিকিৎসাসেবা প্রদান করা যায়। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে দেশেই যাতে সকল রোগীর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায় এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকল চিকিৎসককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আজ মঙ্গলবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন এবং এ আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, করোনা মহামারিতে কোনো রোগীকে দেশের বাইরে যেতে হয়নি। তার মানে এই সময়ে সবাই দেশে চিকিৎসা সেবা নিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমরা তাদের সবাইকেই সেবা দিতে সক্ষম। আমাদের দেশেই এখন উন্নত চিকিৎসা চলছে। এর আগে গুরুত্বপূর্ণ এই দিবসটি উপলক্ষে ডি ব্লকের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও বেলুন উড্ডয়নের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করেন।

শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান বলেন, চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সারে আক্রান্ত অধিকাংশ শিশুই এই মরণব্যধি রোগ থেকে নিরাময় লাভ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি উন্নত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ শনিবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা এর মেডিক্যাল শিক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতালের
কর্মক্ষম পরিকল্পনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নন প্রাকটিচিং ও গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ ১৭ মার্চ উদ্বোধনের পরিকল্পনা দেশের রোগীদের যাতে বিদেশে যেতে না হয় সে লক্ষ্য বিবেচনায় নিয়েই এগিয়ে চলছে দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্যক্রম: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতালের কর্মক্ষম পরিকল্পনা (অপারেশন প্ল্যান) বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা আজ মঙ্গলবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় নন প্রাকটিচিং চিকিৎসকদের নিয়োগ প্রদান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পবিত্র জন্ম দিবস ১৭ মার্চ ২০২২ইং তারিখে দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের রোগীদের যাতে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে না হয় সে লক্ষ্য বিবেচনায় নিয়েই এগিয়ে চলছে নির্মাণাধীন এই হাসপাতালের কার্যক্রম।

হাসপাতালের সাথে সংশ্লিষ্টরা হাসপাতালের স্ট্রাকচারাল কার্যক্রম সিভিল ওয়ার্ক ৯৩ শতাংশ, কার্যক্রমও ৯৩ শতাংশ এবং (এইচআইএস) সহ প্রয়োজনীয় অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। তারা সেন্টার বেইজসড হাসপাতাল, ব্যবস্থা থাকবে, হাসপাতালটি হবে থাকবে বিভিন্ন বিভাগ, ডিসিপ্লিন সেন্টার। থাকবে ১০০ শয্যার থিয়েটার, পৌনে ১ শত কেবিন

জানান, সুপার স্পেশালাইজড ১০০ শতাংশ, আর্কিটেকচারাল ও মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল হসপিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম জানান, এই হাসপাতাল হবে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের আলাদা বিশ্বমানের। হাসপাতালটিতে নিয়ে কমপক্ষে বিশ্বমানের পাঁচটি আইসিইউ, অত্যাধুনিক অপারেশন ইত্যাদি।

আজকের আলোচনা সভায় দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান হাসপাতালের ম্যানেজমেন্টের জন্য মৌলিক গবেষণার সুযোগ রাখা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করে করেন। বিশ্বমানের এই যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, গবেষণার জন্য আলাদা সেন্টার রাখা, রোগীদের সুবিধার্থে নতুন সংযোজন যেমন বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন, জিন থেরাপি চালু, আনন্দদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা, বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা, নন প্রাকটিচিং চিকিৎসকদের নিয়োগ, রোগীদের চাপ নিয়ন্ত্রণে আগেভাগেই সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ, সাশ্রয়ীমূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুযোগ রাখা, সর্বক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখা এবং হাসপাতালে উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ দেশের প্রথম অনুসরণীয় বিশ্বমানের মডেল হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা দেন।

মহতী এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদসহ সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ, মাননীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য ও সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এমএ আজিজ, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডা. কাজী শহিদুল আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ইউজিসির অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ জুলফিকার রহমান খান প্রমুখসহ সম্মানিত অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্যবৃন্দ, বর্তমান ডিনবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল), উপ-পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) উপস্থিত ছিলেন।

‘জাতির পিতার স্বাস্থ্য ভাবনা এবং রাষ্ট্র নায়ক শেখ হাসিনার কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্যোগ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

‘জাতির পিতার স্বাস্থ্য ভাবনা এবং রাষ্ট্র নায়ক শেখ হাসিনার কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্যোগ’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক আজ বুধবার ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে বিএমআরসি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের সভাপতি অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। আলোচনা অংশ নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) তুলশী রঞ্জন সাহা, পরিপ্রেক্ষিত এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ বোরহান কবীর, এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর শাহানা পারভীন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিয়ে ৯৪ শতাংশ মানুষ সন্তুষ্ট। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুরোগের সমন্বিত চিকিৎসা সেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান ইপিআই এবং এআরআই সেবা প্রদান, সদ্য প্রসূতি মা, মারাত্মক পুষ্টিহীনতা ও দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া, হামে আক্রান্ত শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল প্রদান, সকল সিসিতেই মহিলা ও শিশুদের জন্য টিকা প্রদানসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়েও শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক রিসার্চ সেন্টার চালু করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষ থেকে তাদের চাকুরি নিয়মিতকরণ করায় মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে সংবর্ধনা প্রদান

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সবাইকে আরো বেশি বেশি করে কাজ করতে হবে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষ থেকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের চাকুরি নিয়মিতকরণ করায় মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখ বিকাল ৩টায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ও বি ব্লকের মধ্যবর্তীস্থল বটতলায় আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল। বক্তব্য রাখেন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী মোঃ জায়েদুল হক, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী মোঃ লোকমান হোসেন, মোঃ জাকির প্রমুখ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জানানো হয় তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর প্রায় ৯ শত কর্মচারীর চাকুরী নিয়মিত করা হয়েছে। এরফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের চাকুরী নিয়মিত করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে এবং কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক কর্মচারীদের চাকুরী নিয়মিত করায় কর্মচারীবৃন্দ কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করেন পরিবারবর্গের সদস্যদের জন্য দোয়া

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত মাননীয় উপাচার্য আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আজকের অবস্থানে কেউ থাকতাম না। বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সেবা নিতে পারেন, চিকিৎসার জন্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সবাইকে হবে। যাদের চাকুরী এখনো নিয়মিত করা হবে। তবে সবাইকে কাজের

দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এক আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের প্রতি এবং মাননীয় উপাচার্য মহোদয় ও তাঁর কামনা করেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। আমরা জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই ছিল দেশের রোগীরা যাতে দেশেই দেশের বাইরে যেতে না হয়। বঙ্গবন্ধু প্রত্যাশাও তাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরো বেশি বেশি করে কাজ করতে করা যায়নি তাদেরও চাকুরি নিয়মিত মাধ্যমে সঠিক যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে চলতে হবে। যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাস করে না তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে রোগীদের প্রত্যাশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে ভিআইপি রোগীদের সেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন বহির্বিভাগে প্রায় ৯ হাজার রোগী সেবা নিচ্ছেন। বর্তমানে রোগীদের ভোগান্তি দূর হয়েছে। আর একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমরা কেউ যেনো রোগীদের সাথে কোনোরকম খারাপ আচরণ না করি।

কবি মালা ভৌমিকের ২য় কাব্যগ্রন্থ ‘প্রাণন স্পন্দন’ এর মোড়ক উন্মোচন

বই লেখার মাধ্যমে অমরত্ব লাভ সম্ভব: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

আজ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখ বিকাল ৫টায় কবি মালা ভৌমিকের ২য় কাব্যগ্রন্থ ‘প্রাণন স্পন্দন ’ এর মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ এর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, হাওলাদার প্রকাশনীর প্রকাশক মোঃ মাকসুদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন শাহ, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. বিজয় কুমার পাল, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ নাজির উদ্দি মোল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, অতিরিক্ত হাকিম, মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, নিয়ন্ত্রক দেবাশীষ বৈরাগী, ড. আশিকুর রহমান বিপ্লব, মজুমদার, মিডিয়া সেলের সমন্বয় ভৌমিকের পরিবারবর্গের

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বই পক্ষে অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। চলে যেতে হবে। কিন্তু যিনি বই করে রাখবে। মাননীয় উপাচার্য চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি বই অনুরাগী হওয়ার আহ্বান জানান। ২য় কাব্যগ্রন্থ ‘প্রাণন স্পন্দন’ এর চর্চার সফলতা কামনা করেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল মহোদয়ের পিএস-১ সহযোগী পিএস-২ সহকারী পরীক্ষা স্পেশাল এ্যাসাইনমেন্ট অফিসার জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রশান্ত সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখসহ মালা সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ লেখার মাধ্যমে একজন লেখকের সবাইকে একদিন পৃথিবী ছেড়ে লিখেছেন সেই বই তাকে অমর মহোদয় চিকিৎসকদেরও লেখার এবং সাহিত্যের প্রতি মাননীয় উপাচার্য মালা ভৌমিকের প্রশংসা করেন এবং তাঁর সাহিত্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা মালা ভৌমিক ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার সিলিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা স্বর্গীয় বলরাম ভৌমিক এবং মা গোলাপী ভৌমিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক ও একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। চাকুরীর পাশাপাশি তিনি বর্তমান সময়ের নানাবিধ বিষয়, জাতীয় চেতনা, সৃষ্টিকর্তা, মানবতাবোধ, প্রেম, ও প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। তিনি কাব্যের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অনুভূতির অনুকাব্য’ প্রকাশিত হয়। ‘প্রাণন স্পন্দন’ বইটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় হাওলাদার প্রকাশনী, স্টল নং ৩৩৭,৩৩৮, ৩৩৯-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া রকমারী ডট কম থেকেও বইটি সংগ্রহ করা যাচ্ছে ।

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিন-এর কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিন-এর এডহক কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আজ বৃহস্পতিবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে। এসময় নতুন কমিটির সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বিশিষ্ট চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ বিশিষ্ট বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মহাসচিব ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী ইমরান, সহ সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ কে এম সালেক, অধ্যাপক ডা. এ কে এম খুরশিদুল আলম, দপ্তর সম্পাদক ডা. মোঃ নুরুজ্জামান খন্দকার, সদস্য অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাউদ্দিন আল আজাদ, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোজাফফর আহমেদ, অধ্যাপক ডা. কৃষ্ণ প্রিয় দাশ, সহযোগী ডা. মোঃ রাসেল, ডা. দেবাশীষ চৌধুরী, ডা. মোছা: নিলুফার ইয়াছমীন, ডা. শায়লা শারমীন শাহনেওয়াজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ রচিত
অন্ধত্ব নিবারণ সংক্রান্ত উচ্চতর মেডিক্যাল চিকিৎসা শিক্ষার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বইয়ের মাধ্যমে লেখকরা চিরদিন বেঁচে থাকেন: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী আকম মোজ্জাম্মেল হক, এমপি শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ‘চেতনায় বঙ্গবন্ধু, মননে জননেত্রী শেখ হাসিনা’ নামে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ

আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, প্রখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, গুণী শিক্ষক অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ রচিত অন্ধত্ব নিবারণ সংক্রান্ত উচ্চতর মেডিক্যাল চিকিৎসা শিক্ষার বই ‘এক্সাইমিনেশন টেকনিকস এন্ড শর্ট কেসেস ফর পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অফ অফথালমোলজি (Examination Techniques & Short Cases For Post-Graduate Student Of Ophthalmology)’ এর মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ্যাড. জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি। বইটি হাওলাদার প্রকাশনীর স্টল নং -৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯ এ পাওয়া যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী এ্যাড. জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি বলেন, ‘এক্সাইমিনেশন টেকনিকস এন্ড শর্ট কেসেস ফর পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অফ অফথালমোলজি’ বইটি অত্যন্ত উঁচুমানের। এটা একটি দুর্লভ বই। আশা করি, বইটি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাদৃত হবে। বই লেখার মাধ্যমে লেখকরা চিরদিন বেঁচে থাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদও তাঁর লেখা ও কর্মের মাধ্যমে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ যেমন গুণী লেখক, তেমনই তিনি দক্ষ প্রশাসক। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমূল পরিবর্তন এসেছে। রোগীদের সুবিধার্থে নতুন নুতন ইউনিট সংযোজন করেছেন। আগামী দিনে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, ‘এক্সাইমিনেশন টেকনিকস এন্ড শর্ট কেসেস ফর পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অফ অফথালমোলজি’ বইটি অন্ধত্ব নিবারণ সংক্রান্ত বিষয় জানতে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই বইটি অন্ধত্ব নিবারণে বিরাট অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। মাননীয় উপাচার্য জানান, তিনি ইতোমধ্যে মেডিক্যাল শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৮টি বই লিখেছেন। এছড়াও শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বই ‘চেতনায় বঙ্গবন্ধু, মননে জননেত্রী শেখ হাসিনা’।

গুরুত্বপূর্ণ ওই মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব জাহিদ হাসান রাসেল, এমপি, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভি, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আসাদুর রহমান কিরণ, শামসুর নাহার ভূঁইয়া এমপি, বিশিষ্ট সমাজ উন্নয়ন কর্মী, রাজনীতিবিদ এ্যাড. মোঃ আজমত উল্লা খান প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ।

একই মঞ্চে বিশিষ্ট সমাজ উন্নয়ন কর্মী, রাজনীতিবিদ এ্যাড. মোঃ আজমত উল্লা খান রচিত ‘বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বগুণ, আদর্শ ব্যক্তি জাতি গঠন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এই বইটি প্রসঙ্গে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না। আমরা কেহ বর্তমান অবস্থায় থাকতাম না। ‘বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বগুণ, আদর্শ ব্যক্তি জাতি গঠন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত’ শীর্ষক বইটি আগামী প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই বইটি সকলের পড়া ও সংরক্ষণ করা উচিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যানটেশন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যানটেশন (বিএমটি) নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ রোগীদের সুবিধার্থে যত দ্রুত সম্ভব পূর্ণাঙ্গরূপে বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যানটেশন চালুর জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। সভায় হেমাটোলজি বিভাগের পক্ষ থেকে বিএমটির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে অবহিত করা হয়। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন শাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

৮ই ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখ, সোমবার প্রথম প্রহরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এসময় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারসহ সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব দেবশীষ

এদিকে আজ সোমবার সকাল ৭টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে

উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর বিএম আব্দুল হান্নান, সহকারী প্রক্টর হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পিএস-১ মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পিএস-২ বৈরাগী উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত জাতির অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয় ভাষা শহীদের স্মরণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর ম্যূরালে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ ভাষা শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করে মাতৃভাষা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে সবাইকে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

বুস্টার ডোজ গ্রহণকারী শতভাগের এন্টিবডি পাওয়া গেছে, ২ ডোজ টিকা গ্রহণের ৬ মাস পর ৭৩ শতাংশের এন্টিবডি হ্রাস পেয়েছে: মাননীয় উপাচার্য ও প্রধান গবেষক অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বুস্টার ডোজ গ্রহণকারী শতভাগের এন্টিবডি পাওয়া গেছে। ২ ডোজ টিকা গ্রহণের ৬ মাস পর ৭৩ শতাংশের এন্টিবডি হ্রাস পেয়েছে। এই গবেষণা থেকে টিকার বুস্টার ডোজ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বুস্টার ডোজ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা যাচাই এর জন্য সমসাময়িক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধির যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আজ বুধবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও “Haematological Parameters and Antibody Titre After Vaccination Against SARS-CoV-2” শীর্ষক গবেষণার প্রধান গবেষক অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ তথ্য জানান।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ জানান, গবেষণায় দুই ডোজ টিকা গ্রহণ সম্পন্ন হবার ১ মাস পর, দুই ডোজ টিকা গ্রহণের ৬ মাস পর এবং বুস্টার ডোজ গ্রহণের ১ মাস পর শরীরে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরি এন্টিবডি এর মাত্রা পরিমাপ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ২২৩ জন অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে দুই ডোজ টিকা গ্রহণ সম্পন্ন হবার ১ মাসপর এবং তন্মধ্যে ৩০ জনের দুই ডোজ টিকা গ্রহণের ৬ মাস পর ও বুস্টার ডোজ গ্রহণের ১ মাস পর এন্টিবডি এর মাত্রা পরিমাপ করা হয়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে জড়িত ছিলেন। অর্ধেকের বেশি অংশগ্রহণকারী পূর্ব থেকেই ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানীসহ অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন, তবে এ ধরণের রোগের কারণে এন্টিবডি তৈরিতে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। ৪২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী টিকা গ্রহণের পরে মৃদু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এর কথা জানিয়েছিলেন, তবে রক্ত জমাট বাধা বা অন্য কোন জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গবেষণাকালীন সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি। টিকা গ্রহণের পর প্রথম ধাপে ২২৩ জনের মাঝে ৯৮ শতাংশের শরীরে এন্টিবডি এর উপস্থিতি পাওয়া আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের শরীরে গিয়েছিল। টিকা গ্রহণের ৬ মাস অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এন্টিবডি এর ৩০ জন টিকা গ্রহীতার ক্ষেত্রে দেখা হ্রাস পেয়েছে, গড় এন্টি বডির মাত্রা অট/সখ তে নেমে এসেছে। এ সময় ২ এন্টিবডি পাওয়া যায়নি। বুস্টার অংশগ্রহণকারীদের দেহে ই এন্টিবডি ক্ষেত্রেই এন্টিবডির মাত্রা পুনরায় বৃদ্ধি অট/সখ এ এসে দাড়ায়। রক্তের প্লেটলেটসহঅন্যান্য) উল্লেখযোগ্য

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ টিকাদানের উদ্দেশ্য হল মানবদেহে তৈরি করা- যা ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ এ রোগের তীব্রতার সম্ভাবনা কমায় বলে

গিয়েছিল। যারা পূর্বেই কোভিডে তুলনামূলক বেশি এন্টিবডি পাওয়া অতিবাহিত হবার পরে দেখা যায়, পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তাদের মধ্যে যায়, ৭৩ শতাংশের এন্টিবডির মাত্রা ৬৭৯২ AU/mL থেকে ৩৯৬৩ জন টিকা গ্রহীতার দেহে পর্যাপ্ত গ্রহণের পরে শতভাগ পাওয়া যায় এবং প্রায় সকলের পেয়ে গড় এন্টিবডির মাত্রা ২০৮৭৮ প্যারামিটার গুলোতে (হিমোগ্লোবিন, কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি আক্রান্ত হবার এবং আক্রান্ত হলে পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে। পাশাপাশি গবেষণালব্ধ ডেটায় দেখা যায়, সময়ের সাথে এন্টিবডির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যায়, আবার বুস্টার ডোজের মাধ্যমে পুনরায় কোভিডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো জানান, কোভিড-১৯ অতিমারীতে বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ৪২ কোটির বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লাখ মানুষ কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এর মাঝে প্রায় ২৯ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। কোভিড-১৯ অতিমারীর বিপর্যয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বব্যাপী টিকাদান কার্যক্রম চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে কোভিড অতিমারী মোকাবেলায় দেশে ভ্যাক্সিনেশন কর্মসুচী চলমান আছে এবং বর্তমানে বুস্টার ডোজ প্রদান শুরু হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং সেরাম ইন্সটিটিউট, ভারতে প্রস্তুতকৃত কোভিশিল্ড ভ্যাক্সিন দিয়ে টিকা কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ফাইজার, মডার্না, সিনোভ্যাকসহ বিভিন্ন টিকা এ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটির বেশি মানুষ টীকার প্রথম ডোজ এবং সাড়ে সাত কোটির বেশি মানুষ দ্বিতীয় ডোজ এবং ৩০ লাখের বেশি মানুষ টিকার বুস্টার ডোজ নিয়েছেন।

এই গবেষণা কার্যক্রমটিতে হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দীন শাহ সহ-গবেষক হিসেবে এই গবেষণা প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী

দেশেই রোগ প্রতিরোধ ও মৌলিক গবেষণার নবদিগন্তের দার উম্মোচন করা হবেঃ মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশেই রোগ প্রতিরোধ ও মৌলিক গবেষণার নবদিগন্তের দার উম্মোচন করা হবে। যার কেন্দ্র বিন্দু হবে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। আজ বৃহস্পতিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগে মৌলিক গবেষণা নিয়ে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এমন অভিমত ব্যক্ত করেন। মাননীয় উপাচার্য বলেন, দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর জনস্বাস্থ্য বিষয়ক এমন গবেষণাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিডিডিআরবিসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ফুড সেফটি, ড্রাগস সেফটির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করতে এ্যাডভাইজরি কমিটি গঠন, রিসার্চ স্ট্র্যাটাজি জোরদার করা, রিসার্চ গ্রুফ তৈরি করা, ফান্ড ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করাসহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় ইমেরেটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ বলেন, গবেষণা হতে হবে সত্যিকার অর্থে মানসম্মত। পেশেন্ট কেয়ার, টিচিং, রিসার্চ ভাগ করে সেভাবে কাজ করলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, চিকিৎসকরা শুধু টাকার জন্য রোগী দেখেন না। রোগীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন সেটাও আমাদের স্মরণে রাখা উচিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান বলেন, একজন গবেষক আজীবন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করবেন, তাহলেই আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা কর্ম নিশ্চিত করা যাবে। গবেষণার ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া একটি অন্তরায় যার পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার বিষয় কি তা নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, সিন্ডিকেট মেম্বার অধ্যাপক ডা. কাজী শহীদুল আলম, ইউজিসির অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ, মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, গবেষণা কর্মে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় ফান্ড নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় ডেটার অভাব দূর করা, গবেষকদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, শিক্ষকদের জন্য গবেষণা সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি করা, গবেষণা কর্মে বিশ্বমানের গবেষকদের অর্ন্তভুক্ত করা, কমিউনিকেশন টিম গঠন করা, ভ্যাকসিন বিষয়ক গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া, মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোঅপারেটিভ এ্যাকশন নিশ্চিত করা, রেফারেল ল্যাবরেটরিসহ এ সংক্রান্ত সুবিধাদি নিশ্চিত করাসহ মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

টিকা গ্রহণকারীদের ৯৮ শতাংশের শরীরে এন্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া গেছেঃ মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের ৯৮ শতাংশের শরীরে এন্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। যারা পূর্বেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের শরীরে তুলনামূলক বেশি এন্টিবডি পাওয়া গিয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউটের তৈরি অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা গ্রহণকারী ২০৯ জন টিকা গ্রহীতার মাঝে পরিচালিত গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া যায়। আজ সোমবার ২ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও "Haematological Parameters and Antibody Titre After Vaccination Against SARS-CoV-2" শীর্ষক গবেষণার প্রধান গবেষক অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ তথ্য জানান। মাননীয় উপাচার্য বলেন, কোনো ধরণের আতঙ্ক নয়। অবশ্যই করোনা ভাইরাসের টিকা নিতে হবে। টিকা নিলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুঝুঁকি একেবারেই কম। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে দেশের সকল মানুষের টিকাদান নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষাণা অনুযায়ী দেশেই টিকা উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে অবশ্যই টিকা নিতে হবে। তিনি আরো জানান, আজকের এই গবেষণা থেকে বাংলাদেশে জনগণের উপর টিকা প্রয়োগের পর কার্যকর এন্টিবডি তৈরির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে সময়ের সাথে এন্টিবডির উপস্থিতি এর পরিবর্তন এবং পাশাপাশি টিকাদান কর্মসূচীতে নতুন অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য টিকার এন্টিবডি তৈরির কার্যক্ষমতা পর্যালোচনার জন্য আরো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রথম ডোজ নেওয়ার তিন চার মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিলে কি পরিমাণ এন্টিবডি তৈরি হয় সেই বিষয়েও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। কোভিড মোকাবিলায় টিকাদান কর্মসূচিকে সার্থক করার বিকল্প নেই। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধির যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারীতে সমস্ত বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস অতিমারীর তৃতীয় ঢেউ চলমান। দেশে সরকারি হিসাবে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ২০ হাজার ৯১৬ জন এবং মোট শনাক্ত হয়েছেন ১২ লাখ ৬৪ হাজার ৩২৮ জন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে কোভিড অতিমারী মোকাবেলায় দেশে করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচী চলমান আছে এবং বর্তমানে তা আরো বেগবান হচ্ছে। ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউটের তৈরি অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা দিয়ে টিকা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে আরো কয়েক ধরণের টিকা এ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। টিকাদান এর উদ্দেশ্য হল মানবদেহে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি করা যা ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমানো এবং আক্রান্ত হলে রোগের জটিলতা হ্রাস এবং মৃত্যু ঝুঁকি কমানো।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণকারীদের উপর এই গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ এবং অর্ধেকের বেশী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে জড়িত। অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১ শতাংশের পূর্বে কোভিড সংক্রমিত হবার ইতিহাস আছে। অর্ধেকেরও বেশি অংশগ্রহণকারী পূর্ব থেকেই হাঁপানীসহ অন্যান্য রোগে রোগের কারণে বেশিরভাগ এন্টিবডি তৈরিতে কোনো শতাংশ অংশগ্রহণকারী প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামান্য জানিয়েছেন। রক্ত জমাট বাঁধা বা প্রতিক্রিয়া গবেষণাকালীন সময়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এর সাথে সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। টিকা শতাংশের শরীরে এন্টিবডি এর শতাংশের এন্টিবডি পাওয়া আক্রান্ত, অনেক বয়স্ক এবং রোগ এই গবেষণা কার্যক্রমটিতে অত্র উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য মোশাররফ হোসেন,

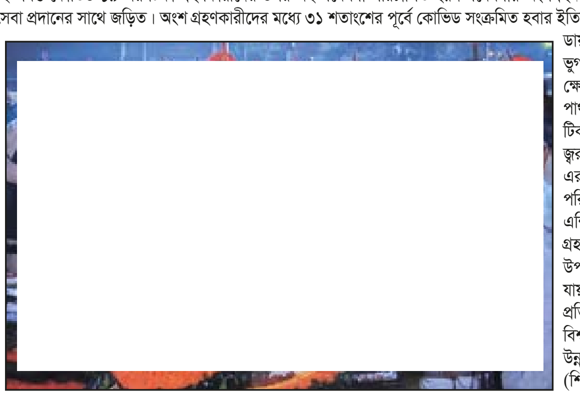

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ভুগছিলেন। তবে এ ধরনের ক্ষেত্রেই টিকাগ্রহণের পর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নি। ৪২ টিকাগ্রহণের পরে পার্শ্ব জ্বরসহ মৃদু উপসর্গের কথা এরকম অন্য কোনো জটিল পার্শ্ব পরিলক্ষিত হয়নি। এন্টিবডি এর উপস্থিতির কোনো গ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮ উপস্থিতি পাওয়া গেছে। যে ২ যায়নি তারা জটিল রোগে প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম হেমাটোলজি বিভাগের

চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দীন শাহ সহ-গবেষক হিসেবে এই গবেষণা প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন।

এদিকে আজ সোমবার ২ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় উপচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ও শিশু বিভাগে ডেঙ্গু কর্ণার চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ সকল বিভাগ ও অফিসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা পরিস্কার রাখতে হবে, ফুলের টবসহ অন্যকোনো পাত্রে যাতে একদিনের বেশি পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে মানুষ একই সাথে করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। এর ফলে রোগীদের জটিলতা বেশি দেখা যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকিও বেশি থাকে। তাই ডেঙ্গু জ্বরের কারণ এডিস মশার উৎপত্তি স্থল অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।

এ সকল কার্যক্রমে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, সদ্য বিদায়ী উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ রফিকুল আলম, ডেন্টাল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, শিশু অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, নার্সিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, পরিচালক (হাসপাতা) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তাফা জামান, নাক কান গলা বিভাগে অধ্যাপক ডা. জহুরুল হক সাচ্চু, মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার-ই-মাহাবুব, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. মোঃ নাজমুল করিম মানিক, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. সুভাষ কান্তি দে, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিৎ কুমার কুন্ডু, সহকারী প্রক্টর মোঃ ফারুক হোসেন, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পিএস-১ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পিএস-২ সহকারী পরিচালক দেবাশীষ বৈরাগী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

বাংলাদেশ কার্ডিওভাসকুলার রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারভেনশনাল একাডেমির যৌথ উদ্যোগে

২ দিনব্যাপী হৃদরোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ২০২২ শুরু

হৃদরোগ প্রতিরোধে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুনঃ মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ
প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ তৈরির কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে

বাংলাদেশ কার্ডিওভাসকুলার রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারভেনশনাল একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ২ দিনব্যাপী হৃদরোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ২০২২ আজ শুক্রবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, হৃদরোগ প্রতিরোধে গুরুত্ব দিতে হবে। ধূমপান করা যাবে না, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। ডায়েট কন্ট্রোল করা উচিত এবং জীবনে ডিসিপ্লিন থাকতে হবে। মানসিক চাপ মুক্ত থাকুন। লবন ও চিনির ব্যবহার যথাযথ ও পরিমিত হতে হবে। যথাসম্ভব লবন ও চিনি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। তবেই হৃদরোগ প্রতিরোধ করা যাবে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, দেশের হৃদরোগ চিকিৎসাসেবার অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। এজন্য হৃদরোগ বিষয়ক কোর্সসমূহে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরিতে বিরাট অবদান রাখছে এবং এই কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে। তিনি আরো বলেন, দেশের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকগণ দেশেই রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদান করায় দেশের মানুষ উপকৃত হচ্ছে, একই সাথে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে– যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ কার্ডিওভাসকুলার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ডা. এসএম মোস্তফা জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি এর সম্মানিত অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, যুক্তরাষ্ট্রের কার্ডিওভাসকুলার বিশেষজ্ঞ ডা. রাজেশ এম ডেভ, এনআইসিভিডি এর সাবেক পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল শফি মজুমদার, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাসুকলার ইন্টারভেনশনের সভাপতি অধ্যাপক একেএম ফজলুর রহমান, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওভাসুকলালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীর জামাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানে দেশের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকবৃন্দসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্যাকাল্টিগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিনে ১৭টি বৈজ্ঞানিক সেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামীকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি লাইভ ট্রান্সমিশন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য একটি সেশনসহ ২ দিনে মোট ২৩টি সেশন এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরপর রাত ৮টায় স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের মানন্নোয়নে অবদানের জন্য ১৩ জন কৃতি চিকিৎসককে স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় এ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন। যেসকল গুণী শিক্ষক ও চিকিৎসককে সম্মাননা দেওয়া হবে সেই বরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন– অধ্যাপক শেখ আলী আশরাফ, জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক, মাননীয় সংসদ সদস্য ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও ইমেরেটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান, ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, অধ্যাপক সিরাজুর রহমান খান, অধ্যাপক সুফিয়া রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম আমজাদ হোসেন ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অধ্যাপক নুরুন নাহার ফাতেমা বেগম।

মুজিব শতবর্ষ, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস-চ্যান্সেলর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

মুজিব শতবর্ষ, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন ও ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম বি সাইফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ শাহাজাহান আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সলর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর পরিচালনা কমিটির আহবায়ক মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির) মুন্সী। ভাইস-চ্যান্সলর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মোঃ জাহিদুল আলম ও পরিচালনা কমিটির সদস্য শীলব্রত বড়ুয়া (জুয়েল) এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কল্যাণ সমিতির সভাপতি জায়দুল হক জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ-আল-মামুন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ডক্টরস হল জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা আইয়ুব আলী। এই টুর্নামেন্টে ট্রেজারার (কোষাধ্যক্ষ) অফিস ক্রিকেট একাদশ এবং এ্যানেসথেসিয়া ক্রিকেট একাদশ এর মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১২টি টিম অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল খেলায় ট্রেজারার (কোষাধ্যক্ষ) অফিস ক্রিকেট একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, খেলাধুলা মানুষের শরীর সুস্থ রাখে। ডিসিপ্লিন ও সৎ হতে শেখায়। মাননীয় উপাচার্য বলেন, করোনা মহামারীর স্থবিরতা কাটিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ সফলভাবে সম্পন্ন হলো। আগামীতে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে ভাষা সৈনিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, খেলাধুলার পাশাপাশি সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করে এগিয়ে যাবে। সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ বলেন, এই ধরণের আয়োজন প্রতি বছর হওয়া উচিত। সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য শিক্ষক বান্ধব, ছাত্রবান্ধব, স্টাফ বান্ধব। এই ধরণের আয়োজন অবশ্যই গৌরবের বিষয়।

৪২তম বিসিএস (বিশেষ) স্বাস্থ্য ক্যাডারে নব নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

নব নিয়োগপ্রাপ্তদের চিকিৎসকদের রোগীদের সেবায় বেশি করে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর

আজ রবিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪২তম বিসিএস (বিশেষ) স্বাস্থ্য ক্যাডারে নব নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, মাননীয় সচিব (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ) জনাব সাইফুল হাসান বাদল, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, বিএমএ এর মহাসচিব ডা. মোঃ ইহতেশামুল হক চৌধুরী, স্বাচিপ এর মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম এ আজিজ। সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সচিব জনাব লোকমান হোসেন মিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ নবীন চিকিৎসকদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের রোগীদের সেবায় বেশি করে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। মাননীয় উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশে চিকিৎসা পেশায় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সংখ্যার দিক দিয়ে পুরুষের থেকে চিকিৎসা পেশায় নারীরা অনেক এগিয়ে রয়েছেন। তবে বর্তমান বাস্তবতায় এবং অদূর ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় নিয়ে এবং চিকিৎসাপেশায় রোগীদের সার্বক্ষণিক ও জরুরি সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে নারী চিকিৎসকদের সাথে সাথে সংখ্যার দিক দিয়ে পুরুষ চিকিৎসকদেরও সমানতালে এগিয়ে আসতে হবে, সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষকেরও ভাবা উচিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিক্ষকদের জন্য গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান

মানুষের জন্য উপকারী মানসম্মত গবেষণা করুন, অর্থের সমস্যা হবে নাঃ মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মানুষের জন্য উপকারী মানসম্মত গবেষণা করুন, এক্ষেত্রে অর্থের সমস্যা হবে না। রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ে ভূমিকা রাখে এমন গবেষণায় নজর দিন। গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উদ্ভাবনকে রোগীদের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। আজ সোমবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের ক্লাস রুমে আয়োজিত শিক্ষকদের জন্য রিসার্চ গ্র্যান্ট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য একথা বলেন। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা.মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, উপ-রেজিস্ট্রার ডা. হেলাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মহতী এই আয়োজনে সম্মানিত ২৫ জন শিক্ষককে রিসার্চ গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজঃ** প্রশান্ত মজুমদার, **উপদেষ্টাঃ** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **প্রকাশক :** অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল হান্নান রেজিস্ট্রার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, **ওয়েবসাইটঃ** www.bsmmu.edu.bd, ই-মেইলঃ mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০